দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 15 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম 4 ...

৪/৮ 16.1.87

024

ঢাকাঃ শুক্রবার, ২রা মাঘ, ১৩৯৩

ঐতিহ্যমন্ডিত সেই গ্রন্থাগার

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ

সবার নজর কেড়েছে স্টলটি। [illegible] সাজানো রয়েছে দেড়শো থেকে দুশো বছরের পুরোনো [illegible]টি পান্ডুলিপি। সাজানো রয়েছে একশো পঁয়ত্রিশটি দুর্লভ এবং দামী বই। একান্নটি বাংলা বই। চুরাশিটি বই ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায়। সবচেয়ে পুরোনো যে বাংলা বইটি রয়েছে তার প্রকাশকাল আজ থেকে একশো ১২ বছর আগের—১২৮১ বঙ্গাব্দ। সবচেয়ে পুরোনো যে ইংরেজী বইটি রয়েছে তার প্রকাশকাল আজ থেকে একশো ৫১ বছর আগের—ইংরেজী ১৮৩৫ সাল।

সবার নজর কেড়েছে এই স্টল। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত দশম জাতীয় গ্রন্থমেলার এই স্টলে কোন বই বিক্রি হয়নি। না, সেজন্যে ব্যতিক্রমী নয়। মেলায় বিদেশী দূতাবাসগুলোর যেসব স্টল রয়েছে তাতেও কোন বই বিক্রি হয়নি। ব্যতিক্রম অন্যত্র। মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্টল ছিলো। সেই স্টলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুর্লভ এবং দামী কিছু প্রাচীন গ্রন্থ এবং সাময়িকপত্রের শুধুমাত্র প্রচ্ছদ। তাও আবার মূল প্রচ্ছদ নয়, মূল প্রচ্ছদের জেরোক্স প্রিন্ট। আর যে স্টলটির কথা আমি লিখছি তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুর্লভ এবং দামী মূল পান্ডুলিপি মূল বই।

এদেশের পাবলিক লাইব্রেরী অর্থাৎ গণপাঠাগারের ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা জানতে পারবো। এই উপমহাদেশে প্রথম পাঠাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে আজকের পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুরে। নাম—'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার'। এরপর অবিভক্ত বাংলাদেশে ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পাঁচটি পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগার। এগুলো হল—বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী, বগুড়া উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী এবং যশোর পাবলিক লাইব্রেরী। উল্লেখ্য, ১৮৫০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাশ হয়। মেদেনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন রাজনারায়ণ বসু। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি মেদেনীপুরে এই পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাবলিক লাইব্রেরী এদেশে একটি নূতন চেতনার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে গণপাঠাগার আন্দোলনের সূচনা অবিশ্যি আরো আগেই হয়েছে। দৈনিক 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক জে এইচ স্টকওয়েল ১৮৩৫ সালে একটি পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে। পরিকল্পনাটি হল—রাজকর্মচারীদের অবসর মুহূর্ত কাটানোর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হোক। ক্যালকাটা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, যা একের পর এক পর্যায় পেরিয়ে কলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত হয়, এভাবেই হয়েছিল। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরী বা গণপাঠাগার বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ক্যালকাটা লাইব্রেরী ছিলো না। তা ছিলো সরকারী বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে। সবার জন্যে পাঠাগার হিসেবে প্রথম এদেশে আত্মপ্রকাশ করে মেদেনীপুরের পাঠাগারটি। এবং তার তিন বছর পরেই পাঁচটি পাবলিক লাইব্রেরী। প্রাচীন এই ছয়টি পাবলিক লাইব্রেরীর দুটো রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাকী চারটি আমাদের এই বাংলাদেশে।

এই চারটি পাবলিক লাইব্রেরীর মধ্যে আজ শীর্ষে রয়েছে একটি পাবলিক লাইব্রেরী। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে যতদূর জেনেছি, তাতে দেখেছি—একটি পাবলিক লাইব্রেরী তার সংগ্রহ, তার সংগঠন, তার সাংগঠনিক কার্যক্রম, তার বিভিন্নমুখী অভিযাত্রায় দেশের আর তিনটি প্রাচীন পাবলিক লাইব্রেরীর চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই পাঠাগারটি হল—যশোর পাবলিক লাইব্রেরী। এখন এই পাঠাগারটি হল যশোর ইন্সটিটিউটের একটি অঙ্গ সংগঠন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত দশম জাতীয় গ্রন্থমেলায় এই যশোর পাবলিক লাইব্রেরী নিয়ে এসেছিলো দুর্লভ এবং দামী গ্রন্থ ও পান্ডুলিপির এক সমৃদ্ধ সম্ভার! নিয়ে এসেছিলো অতীতের কিছু বিত্তবৈভব কাগজের পাতায় পাতায়!

ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এবারের জাতীয় গ্রন্থমেলায় যারাই গেছেন তাদের প্রায় সবাই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর এই স্টলটির সামনে। এবং এই সময় ব্যয়টিও ছিলো একটু ব্যতিক্রমী। অন্য সব স্টলে তারা বই নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এই স্টলে সেই সুযোগ ছিলো না। অনুরোধ ছিলো দর্শকদের প্রতি—'দয়া করে হাত দেবেন না'। আমিরুল আলম খানকে বিনীতভাবে কিছু পর পরই বলতে হয়েছে—'ভাই, এইসব বই আর পান্ডুলিপিতো আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। .... আপনারা যদি পারেন যশোর আসুন, আরও ভালো করে দেখার সুযোগ পাবেন। পড়তেও পারবেন। এখানে তো ভাই তা সম্ভব নয়। ... .

যারা গেছেন তারা চোখ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মিটিয়েছেন কৌতূহল। স্টলে প্রতিদিনই হাজির ছিলেন যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক এবং যশোর সিটি কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান আমিরুল আলম খান। হাজির ছিলেন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক কাজী লুৎফুন্নেসা। আমাকে তারা দুজনেই বলেছেন, ভেবেছিলেন এই স্টলটির প্রতি সবার নজর পড়বে, কিন্তু আগে ভাবতেও পারেননি এতো সাড়া জাগাবে তাদের স্টলটি। ভাবতেও পারেননি, এতো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কৌতূহলী দর্শকদের।

গ্রন্থমেলায় যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর এই স্টলের সামনে প্রতিদিন ভিড় দেখেছি। শুনেছি দর্শকদের কথা। আমি দেখেছি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক ও ছাত্র এই স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে খাতা আর নোট বুকে লিখে নিয়েছেন তথ্য। কিছু তথ্য তারা নিয়েছেন প্রদর্শিত বই আর পান্ডুলিপি থেকে। কিছু তথ্য তারা জেনেছেন প্রশ্ন করে। আমার মনে হয়েছে, কিছু আগ্রহী পাঠক এসে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে গেলেন।

আমিরুল আলম খান—জানালেন যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর কিছু বৃত্তান্ত। ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত একটি পর্যায় গেছে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর। আজকের বৃহত্তর যশোরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয় যশোর ইনস্টিটিউট। এবং তারপর যশোর পাবলিক লাইব্রেরীকে করা হয় যশোর ইনস্টিটিউটের একটি অঙ্গসংগঠন। আসলে আজকের যশোর ইনস্টিটিউট হলো যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর বিবর্ধিত রূপ। পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়াও যশোর ইনস্টিটিউটের আরও কয়েকটি অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। অঙ্গসংগঠনগুলো হলো—নাট্যকলা সংসদ, ক্রীড়া সংসদ এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

যশোর পাবলিক লাইব্রেরী ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয় প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাতচল্লিশে পরিবর্তন, আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে। লাইব্রেরীর বহু বই কখনো লুণ্ঠিত হয়েছে, কখনো পুড়েছে আগুনে, কখনো বই আর ফেরত আসেনি পাঠকের কাছ থেকে। কখনো এই লাইব্রেরীর ভবন হয়েছে বেদখল অথবা হুকুম দখল। একাধিকবার এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা হয়েছেন সরকারী প্রশাসনের হাতে গ্রেফতার। তবু পথ চলা থামেনি। আমার বার বার মনে হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে অদম্য প্রাণশক্তি। আরেকটি কথা আমার মনে হয়েছে। বহুবার। ১৯৪৯ সালের 'ইউনেস্কোর পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানিফেস্টো'র ঘোষণার নিরিখে আজ যদি বাংলাদেশের কোন বেসরকারী গণপাঠাগারকে শিরোপা দিতে হয়, তাহলে সেই শিরোপা পাবে যশোর পাবলিক লাইব্রেরী। যশোর পাবলিক লাইব্রেরী শুধু একটি পাঠাগার নয়, শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা, শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার বিকাশ, পাঠাগারের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-সমৃদ্ধির আশ্বাস নিয়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা গ্রহণ—ইত্যাদি নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে যশোর পাবলিক লাইব্রেরী আজ একটি 'ইনস্টিটিউশন'-এ পরিণত হয়েছে।

যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে রয়েছে এখন মোট প্রায় সত্তর হাজার গ্রন্থ। এর মধ্যে দুর্লভ এবং গবেষণাকর্মের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। রয়েছে প্রায় দুশ পান্ডুলিপি। এসব পান্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের হস্তলিপি, প্রায় দুশো বছর আগের বাজারদর, পূজো পার্বনাদির সংবাদ, নিমন্ত্রণপত্র, সংখ্যায়ন, পদাবলী, পাঁচালী, স্তোত্র, কবুলিয়ত, ব্রত নিয়ম, শ্লোক, মন্ত্র ব্যাখ্যা, সংহিতা ইত্যাদি। এ বছর পর্যন্ত যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য সংখ্যা হলো এক হাজার চারশ একাশি জন। লাইব্রেরীর উপকৃত পাঠকের সংখ্যা হলো প্রতিদিন প্রায় দু হাজার জন। মোট দশটি বিভাগ রয়েছে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর। এগুলো হলো—উন্মুক্ত গ্রন্থ পাঠকক্ষ, সংবাদপত্র পাঠকক্ষ, পুস্তক ইস্যু বিভাগ, নির্দেশক বিভাগ, শিশু কিশোর বিভাগ, স্বাধীনতাযুদ্ধ ভিত্তিক বিভাগ বাংলাদেশের হৃদয় হতে, উপহার বিভাগ, পুরাতন গ্রন্থ ও পত্রিকা সংরক্ষণ বিভাগ, পান্ডুলিপি বিভাগ এবং বই ব্যাংক। বাংলাদেশে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীই হলো প্রথম এবং এ পর্যন্ত একক প্রতিষ্ঠান যে 'আঞ্চলিক বই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আঞ্চলিক বই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যশোর পাবলিক লাইব্রেরী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পঞ্চান্নটি গ্রামীণ পাঠাগারকে বিনা চাঁদায় বই সরবরাহ করছে।

আরও অনেক কিছুই করছে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রকাশ করছে 'স্বরবর্ণ' নামে একটি মূল্যবান জার্নাল। প্রতি সপ্তাহে আয়োজন করে সাহিত্য বাসর [illegible] নানা অনুষ্ঠান, নানা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, বইমেলা, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে এই লাইব্রেরীটি জানিয়ে যাচ্ছে তার উজ্জ্বল উপস্থিতির ঘোষণা। লাইব্রেরীর সুন্দর সুন্দর ভবন হয়েছে। হয়তো আগামীতে ভবন হবে সম্প্রসারিত, নির্মিত হবে আরও নতুন ভবন। কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী চাহিদা আজো পূরণ হয়নি এই গণপাঠাগারটির। তা হলো—যশোর পাবলিক লাইব্রেরী 'ডিপোজিটরী রাইট' থেকে বঞ্চিত। ফলে সরকারের কপিরাইট আইনের আওতায় বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, গেজেট, সরকারী তথ্য উপাত্ত ও পরিসংখ্যান ইত্যাদি সংগ্রহের সুযোগ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বঞ্চিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে বেশি সুকৃতির অধিকারী এই পাবলিক লাইব্রেরীটির এই সুযোগ থাকা প্রয়োজন।